Total No. of printed pages = 6

23T MBEN

2013

BENGALI

(Modern Indian language)

Full Marks - 100

Pass Marks - 30

Time - Three hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

(New Course)

১। অর্থ লেখো ঃ ১+১=২

(ক) কন্দর অথবা পল্লব।

(খ) ভদ্রাসন অথবা দুন্দুভি।

২। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ ১×৮=৮

(ক) মদিনা কোথায় অবস্থিত?

(খ) 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

(গ) জসিমউদ্দিনের লেখা শেষ কাব্যগ্রন্থটির নাম কী ?

(ঘ) 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' — কবিতাটির রচয়িতা কে?

(ঙ) রাজশেখর বসুর ছদ্মনাম কী?

Contd.

(চ) গুরুচরণ কোন গ্রামের কর্তা ছিলেন?

(ছ) মূল্যবোধ কোনো —— গুণ নয়। (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)

(জ) 'কৈশোর কাল' শব্দটি কোন শব্দ থেকে উদ্ভূত ?

৩। টীকা লেখো ঃ ২+২=৪

(ক) জেন্দ আবেস্তা অথবা ত্রিপিটক।

(খ) নেপোলিয়ন অথবা নৈতিক বিকাশ।

৪। যে কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ৩×৩=৯

(ক) 'মানুষের মন' গল্পের নরেশ ও পরেশের চেহারার বর্ণনা দাও। ১$\frac{১}{২}$+১$\frac{১}{২}$=৩

(খ) গুরুচরণের প্রতি হরিচরণ এবং তার স্ত্রীর মনোভাব কেমন ছিল? প্রসংগপূর্বক আলোচনা করো।

(গ) "চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী।"

কার উক্তি ? পাঠ্য অংশ অবলম্বনে তার এমন উক্তির কারণ বিশ্লেষণ করো।

(ঘ) "এক শ্রেণীর কুযুক্তির ইংরাজী নাম `begging the question' — কোন পাঠ থেকে গৃহীত? `begging the question'-এর অর্থ কী? উদাহরণসহ লেখো।

৫। যে কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ৩×২=৬

(ক) "তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান" — কার মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে? কী ভাবে এই 'ঘোর ব্যবধান' সৃষ্টি হয়েছে।

(খ) "ত্যাজিল রাজ্য মানবের মহা বেদনার ডাক শুনি"

কে রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন ? 'মহা বেদনার ডাক' বলতে কী বোঝানো হয়েছে, লেখো।

(গ) 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতাটি অবলম্বনে বেহুলার ইন্দ্রের সভায় যাত্রাপথের প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটি চিত্র অঙ্কন করো।

৬। যে কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ৩×২=৬

(ক) জীবনের কোন সময়কে কৈশোর কাল বলা হয়? এই বয়সের সময়সীমা উল্লেখ করে বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

(খ) মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায় ? কীভাবে এই মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়?

(গ) পাঠ্যাংশ অবলম্বনে যে কোনো দুই প্রকার মূল্যবোধের পরিচয় দাও।

৭। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো ঃ ৫+৫=১০

(ক) কালোয় যে জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,

তারি পদরজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।

অথবা

দেখিতে পাওনা তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে

অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।

(খ) তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ।

অথবা

বিজ্ঞাপন এখন একটি চারুকলা হয়ে উঠেছে।

৮। যে কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ৫+৫=১০

(ক) 'পরেশ' গল্প অবলম্বনে গুরুচরণের চরিত্র বর্ণনা করো।

অথবা

'বিড়াল' প্রবন্ধে চুরির মূল কারণ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে এবং তা প্রতিকারের জন্য যে ইঙ্গিত রয়েছে তা আলোচনা করো।

(খ) 'রূপাই' কবিতায় কবি বাংলাদেশের নানা প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে তুলনা করে রূপায়ের যে রূপ বর্ণনা করেছেন, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

অথবা

"এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো আর মন্দির-কাবা নাই।" উদ্ধৃতিটির আলোকে 'সাম্যবাদী' কবিতার বিষয়বস্তু আলোচনা করো।

৯। (ক) সূত্র নির্দেশ করে সন্ধি বিচ্ছেদ করো। (যে কোনো **চারটি**) ঃ ১×৪=৪

সর্বোচ্চ, শারদোৎসব, পরস্পর, জনৈক, শুভেচ্ছা, যোগীন্দ্র, বিদ্যালয়।

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো। (যে কোনো **তিনটি**) ঃ ৩×২=৬

বীণাপানি, পশুপক্ষী, সিংহাসন, উপকূল, ঘনশ্যাম, নবরত্ন, অসহযোগ।

(গ) প্রত্যয় নির্ণয় করো। (যে কোনো **চারটি**) ঃ ১×৪=৪

মিঠাই, ঘরামি, হিংসুক, কাঁদন, চলন্ত, সাপুড়ে।

(ঘ) নিম্নলিখিত বাগ্‌বিধিগুলির অর্থ লেখো এবং বাক্য রচনা করো। (যে কোনো **দুটি**) ঃ ২×২=৪

কুঁড়ের বাদশা, পুকুর চুরি, বিড়াল তপস্বী, খয়ের খাঁ।

(ঙ) নিম্নলিখিত প্রবাদগুলির অর্থ লেখো। (যে কোনো **দুটি**) ঃ ১×২=২

(১) অতি দর্পে হত লঙ্কা

(২) অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী

(৩) সবুরে মেওয়া ফলে

(৪) এক মাঘে শীত যায় না।

১০।(ক) যে কোনো **একটি** বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো ঃ ১৫

(১) পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকারের উপায়।

(২) তোমার জীবনের লক্ষ্য।

(৩) তোমার প্রিয় গ্রন্থ।

(৪) অসমের বিহু উৎসব।

(খ) সারাংশ লেখো ঃ ১০

দেবতা-মন্দির-মাঝে ভকত প্রবীণ,
জপিতেছে জপমালা বসি' নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা, ধূলিমাখা-দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ-দীন পশিল সে গেহে;
কহিল কাতর কণ্ঠে — "গৃহ মোর নাই,
একপাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাঁই।"
সসঙ্কোচে ভক্তবর কহিলেন তারে —
আরে আরে অপবিত্র দূর হয়ে যারে।"
সে কহিল, "চলিলাম" — চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে।"

দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি" দিলে!
জগতে দরিদ্র রূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

অথবা

"একদল তলায় না থাকলে আর-একদল উপরে থাকতেই পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না। কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহ করার জন্যে তো মানুষের মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই না সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। ... যে সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীরমনের গতিকে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সুখ-সুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

মুশকিল এই, দয়া করে কোনো স্থায়ী জিনিস করা চলে না ; বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হতে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব হয়।"